প্রথম আলো

31 OCT 2025

চীনের পণ্যে ১০ শতাংশ শুল্ক কমালেন ট্রাম্প

ট্রাম্প ও সি চিন পিং বৈঠক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের সঙ্গে এক বছরের বাণিজ্যচুক্তি নিশ্চিত করেছেন; শুল্ক কমানো হচ্ছে এবং বিরল খনিজ সমস্যার সমাধান হয়েছে।

অর্থ বাণিজ্য ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্র চীনের পণ্যে শুল্ক কমিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে চীনের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে মার্কিন শুল্ক ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ার মাটিতে চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে গতকাল বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

এদিকে বৈশ্বিক বার্তা সংস্থা রয়টার্স ট্রাম্পকে উদ্ধৃত করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের ও চীনের সঙ্গে এক বছরের বাণিজ্য চুক্তি আছে— এই চুক্তির মেয়াদ নিয়মিতভাবে বাড়ানো হবে। ট্রাম্প বলেছেন, 'আমাদের চুক্তি হয়েছে।' ট্রাম্প আরও বলেছেন, তিনি আগামী এপ্রিল মাসে চীন সফর করবেন; চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং তার পর যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন। সেই সঙ্গে ট্রাম্প বলেছেন, বিরল খনিজ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হয়েছে। চীনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট আরও বলেছেন, এই শুল্কহার তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে। এ ছাড়া চীনের ফেন্টানিলে যে ২০ শতাংশ শুল্ক ছিল, তাও কমিয়ে ১০ শতাংশ করা হবে।

- মূলত যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে দ্রুত বাণিজ্যচুক্তি করে ফেলতে চায়। দক্ষিণ কোরিয়ায় দুই নেতার যে বৈঠক হচ্ছে, তাও মূলত যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহে। রয়টার্সের অন্য এক প্রতিবেদনে এমন তথ্যই দেওয়া হয়। এমনকি এই বৈঠকের আগে বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত কাঠামোগত ঐকমত্যের কথাও জানানো হয় রয়টার্সের প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে বলা হয়, পারস্পরিক বিরোধ আমলে নিয়ে বাণিজ্যচুক্তির কাঠামোর বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কর্মকর্তারা। এখন ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এই কাঠামোর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। গতকাল ট্রাম্পের কথায়ও তার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। এই কাঠামো চূড়ান্ত হলে চীনের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্র সাময়িকভাবে শুল্ক বাড়াবে না। অন্যদিকে চীন বিরল খনিজ ধাতু রপ্তানির বিষয়ে যে বিধিনিষেধ জারি করেছিল, তা-ও সাময়িকভাবে স্থগিত করবে। গতকালের বৈঠকের পর ট্রাম্প সে কথাও বলেছেন।

এর আগে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, আসিয়ান সম্মেলনের মধ্যে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে আগামীকাল ১ নভেম্বর থেকে চীনের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের যে শতভাগ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করার কথা, তা স্থগিত হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর আশা, চীন চৌম্বক পদার্থসহ বিরল খনিজ রপ্তানিতে যে লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা চালু করেছে, তা বাস্তবায়নের মেয়াদ অন্তত এক বছর পিছিয়ে দেবে। এর মধ্যে বাড়তি আগ্রহ দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উল্টো চীনের পণ্যে শুল্ক হ্রাস করল। বিশ্লেষকেরা ধারণা করছেন, এবার দুই দেশের পূর্ণাঙ্গ বাণিজ্য চুক্তির পালে হাওয়া লাগতে পারে।

চলতি বছরের ২ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাহী আদেশে বিশ্বের ৫৭টি দেশের পণ্য রপ্তানির ওপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেন। এরপর সেসব দেশের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যচুক্তি করতে তিন মাসের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্থগিত করেন। অনেকে দেশের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। কিন্তু চীন ও ভারতসহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে চুক্তি এখনো হয়নি।

চীনের সঙ্গে ট্রাম্প এখন শুল্ক বিরতির খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে রাশিয়ার তেল কিনে ইউক্রেন যুদ্ধে রসদ জোগানোর অভিযোগে ভারতের পণ্যে মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ট্রাম্প।

তথ্য কেন্দ্র ★ চেম্বার ... ঢাকা।

The Daily Star

31 OCT 2025

India moves to boost textile competitiveness against Bangladesh, Vietnam and China

PALLAB BHATTACHARYA, *New Delhi*

Faced with a 50 percent tariff imposed by the United States, the Indian government has drawn up a four-point action plan with three separate timeframes to regain cost competitiveness in the global textile market, with a particular focus on competing with Bangladesh, Vietnam, and China.

Ranked as the world's sixth-largest textile exporter, India has long trailed its regional rivals in export growth. The new roadmap, drafted by the Indian Ministry of Textiles, seeks to reverse that trend through structural reforms designed to strengthen competitiveness and expand exports to $100 billion by 2030.

According to a ministry note shared with industry stakeholders, the plan outlines three phases: short-term (two years), medium-term (five years), and long-term (open-ended). It aims to scrutinise the overall cost structure of the sector, including raw material prices, taxation, production costs, labour regulations, and environmental standards.

Four committees comprising textile sector representatives have been formed to deliver time-bound recommendations in four key areas: strategies for new markets; fiscal and ease-of-doing-business measures; structural reforms in the textile value chain; and enhancing cost competitiveness in selected products.

The ministry acknowledges that India's textile competitiveness has eroded in recent years as Bangladesh and Vietnam have gained ground through lower production costs, skilled labour, and modern manufacturing technologies. These advantages have made them formidable competitors for India, particularly in ready-made garments (RMG).

"Labour productivity in India's textile industry remains 20 to 40 percent lower than in its closest competitors, underscoring the urgency for reform," said Shiraz Askari, president of Apollo Fashion International.

India's share in the global textiles and apparel market stood at 4.1 percent in 2024. The sector, including handicrafts, contributed 8.63 percent to the country's total merchandise exports in fiscal year (FY) 2024-25, valued at $37.7 billion.

While the United States remains India's largest export destination, accounting for 28.97 percent of textile and apparel exports, it represents only about 6 percent of the overall Indian textile industry, which is valued at $179 billion — $142 billion domestic market and $37 billion exports.

The roadmap also places emphasis on India's 15 existing Free Trade Agreements (FTAs) with countries that collectively import $198.9 billion worth of textiles annually. The South Asian country is currently in advanced talks to sign an FTA with the European Union, whose combined textile import market is estimated at $268.8 billion — more than twice the size of the US market.

Provisional data from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCIS) show India's textile exports reached $3.10 billion in July 2025, marking a 5.37 percent year-on-year rise from $2.94 billion a year earlier. For April-July 2025, cumulative exports stood at $12.18 billion, up 3.87 percent year-on-year.

RMG exports rose to $1.34 billion in July 2025, up 4.75 percent, while cotton textiles — including yarn, fabrics, made-ups, and handlooms — reached $1.02 billion, up 5.17 percent year-on-year.

In contrast, the US imported $107.7 billion worth of textiles in 2024, up 3 percent from the previous year. China accounted for 21 percent of those imports, followed by Vietnam at 19 percent, Bangladesh at 9 percent, India at 6 percent, and Sri Lanka at 3 percent.

Askari said India's textile industry must focus on improving efficiency, strengthening compliance, and diversifying export destinations to reduce overdependence on any single market.

The textile ministry's note highlights that Bangladesh and Vietnam enjoy higher labour productivity, more flexible labour laws, and duty-free access to raw materials and key export markets, including Europe. Vietnam also benefits from duty-free access to the Chinese market, further boosting its competitiveness.

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

The Daily Star

The case for a creat policy in Bangl

MIND THE GAP

Barrister Noshin Nawal
is a columnist for The Daily Star. She can be reached at nawalnoshin1@gmail.com.

NOSHIN NAWAL

Bangladesh is the friend who styles everyone else for the party but shows up wearing a borrowed fit. We are the world's second-largest clothing exporter. Our garments fill wardrobes from New York to Nairobi, and our factories operate around the clock to meet global demand. Yet, we remain barely present in the conversation on design, craft, and fashion identity. From the factory floors of Savar to the fashion capitals of the world, we manage to ship every label but our own.

It's an irony woven into our national fabric: our factories are masters of mass production, but our designers struggle. The issue isn't talent—Bangladesh is overflowing with creativity—it's that our system rewards volume rather than vision. The government has perfected the art of facilitating exports but failed spectacularly at nurturing the creators. And therein lies the problem: we continue to treat fashion as an optional industry instead of a part of our identity.

In Bangladesh, our signature styles (jamdani, muslin, nakshi kantha) are seldom part of contemporary fashion. At the heart of this disconnect lies an ecosystem that suppresses creativity. Local designers attempting to establish brands in Bangladesh are fighting a battle they did not choose. The first obstacle starts with the fabric. Our mills are designed for bulk orders—thousands of identical T-shirts for European chains—not for small-scale designers aiming to produce 50 unique, high-quality pieces. The required minimum order quantity is excessively high, and even if a designer manages to persuade a factory to accept a smaller order, the price per metre becomes prohibitively costly. Importing fabric isn't any easier; taxes and duties increase the cost of high-quality silk, chiffon, or lace to the point where the final product becomes unaffordable for local buyers. Designers are left with a bleak choice: compromise on quality or profit. Most end up doing both.

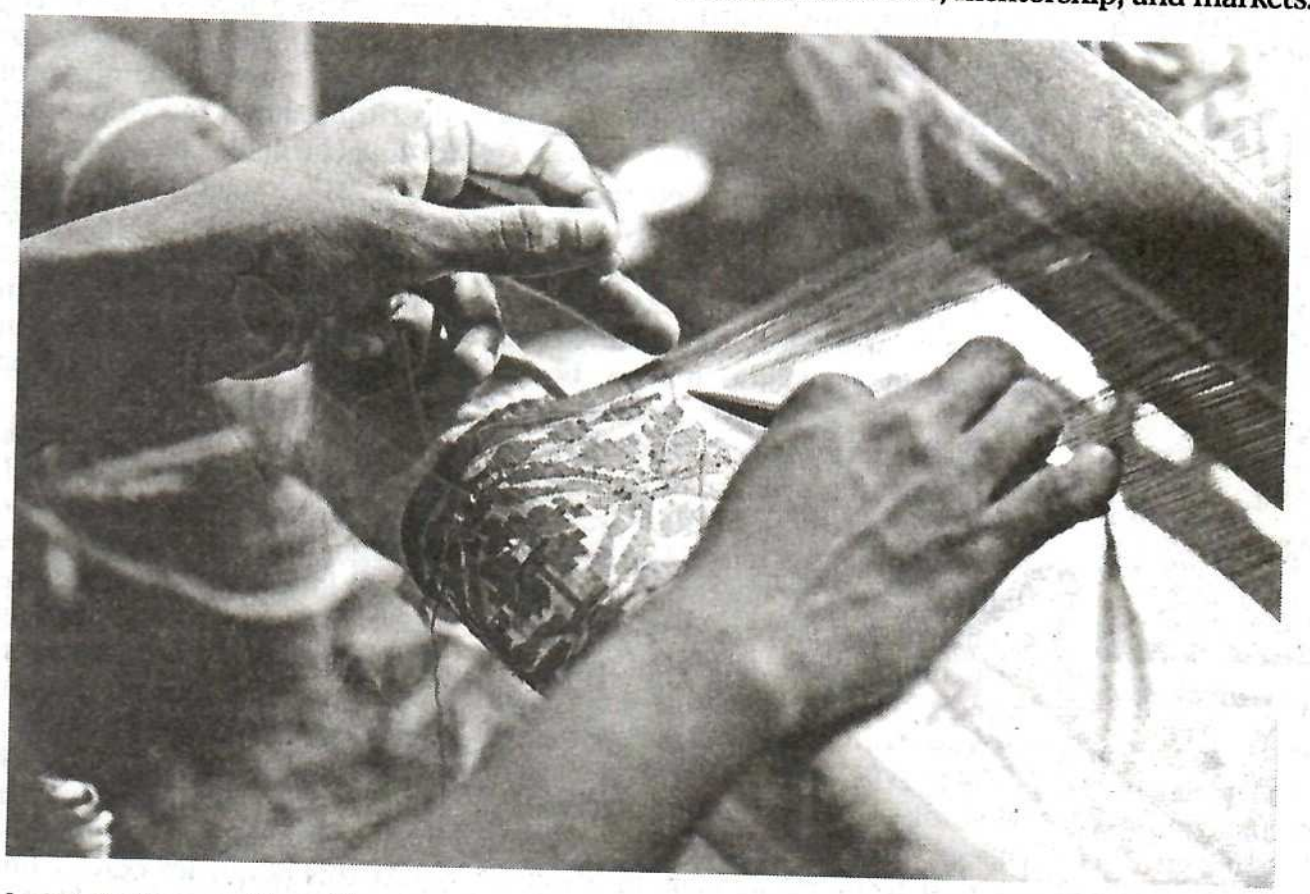

Local designers attempting to establish brands in Bangladesh are fighting a battle they did not choose.

FILE PHOTO: STAR

Then comes the challenge of production. The country's garment infrastructure—our economic backbone—is built for scale, not for creativity. Large factories have no incentive to collaborate with independent designers who produce limited quantities. Small workshops, on the other hand, lack quality control and technical expertise. Designers trying to meet professional standards often find themselves pleading for production slots squeezed between export deadlines. Add to this the ever-present threat of design theft—where collections are copied and sold as fast-fashion dupes within weeks—and it becomes painfully clear why many local designers give up.

Now compare this with our neighbouring countries. They have built ecosystems that reward designers, not just manufacturers. Their governments support textile innovation, fund international showcases, and, most importantly, invest in brand-building. Those fashion houses that became global names had access to materials, mentorship, and markets.

In contrast, a Bangladeshi designer spends half their career just sourcing fabric and the other half justifying why their "Made in Bangladesh" tag doesn't mean factory-made.

Our middle class, though increasingly fashion-conscious, still associates prestige with imported clothing. A Pakistani designer lawn suit or an Indian saree is considered aspirational. A Bangladeshi one is deemed ordinary. This colonial hangover of taste makes it nearly impossible for local brands to charge what they're worth. Designers are constantly asked, "Why is it so expensive if it's made here?" As if local creativity should come at a discount. Until we break this mindset

The Daily Star 31 OCT 2025

or a creative fashion y in Bangladesh

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র ঢাকা।

AP
awal
an be
.com.

VAL

dupes within weeks—and it becomes painfully clear why many local designers give up.

Now compare this with our neighbouring countries. They have built ecosystems that reward designers, not just manufacturers. Their governments support textile innovation, fund international showcases, and, most importantly, invest in brand-building. Those fashion houses that became global names had access to materials, mentorship, and markets.

h brands in Bangladesh are fighting a battle they

FILE PHOTO: STAR

nd up
ction.
—our
ot for
ive to
s who
hops,
l and
meet
selves
eezed
is the
where
shion

In contrast, a Bangladeshi designer spends half their career just sourcing fabric and the other half justifying why their "Made in Bangladesh" tag doesn't mean factory-made.

Our middle class, though increasingly fashion-conscious, still associates prestige with imported clothing. A Pakistani designer lawn suit or an Indian saree is considered aspirational. A Bangladeshi one is deemed ordinary. This colonial hangover of taste makes it nearly impossible for local brands to charge what they're worth. Designers are constantly asked, "Why is it so expensive if it's made here?" As if local creativity should come at a discount. Until we break this mindset that imported means superior, our designers will remain underappreciated.

However, the government cannot be excused. Policy has consistently ignored the creative economy. Every incentive, every subsidy, every rebate is designed around mass manufacturing and export metrics. The ready-made garment (RMG) industry benefits from tax breaks, bonded warehouses, and duty-free imports of machinery. Yet the same facilities are inaccessible to small design houses. Designers cannot import fabric without paying exorbitant duties. They cannot access export incentives unless they produce at a massive scale. They cannot even open showrooms abroad without navigating a maze of banking regulations and foreign exchange controls. We have built a bureaucracy that rewards repetition and punishes originality.

If Bangladesh truly wants to climb the global value chain, it must rethink its strategy. The government needs to stop acting like a compliance officer and start functioning like a cultural investor. That begins with policy—bold, clear, and unapologetically creative.

First, establish a national fashion and textile council. This should not be a ceremonial committee but a statutory body with real authority. Its mandate should include fashion promotion, craft revival, global market access, and representation of designers in trade policy. The council must be comprised of individuals who genuinely understand fashion—designers, artisans, and textile experts—not just exporters and bureaucrats.

Our middle class, though increasingly fashion-conscious, still associates prestige with imported clothing. A Pakistani designer lawn suit or an Indian saree is considered aspirational. A Bangladeshi one is deemed ordinary. This colonial hangover of taste makes it nearly impossible for local brands to charge what they're worth.

Second, create a creative export fund—a government-backed financing scheme offering grants, low-interest loans, and export assistance to emerging designers. If we can subsidise shrimp farms, we can certainly invest in our cultural capital. The fund could cover participation in international fairs, support e-commerce infrastructure, and underwrite collaborations with global brands.

Third, solve the fabric crisis. Offer tax breaks to mills that produce small-batch, high-end textiles. Set up design-friendly industrial clusters where small labels can access shared production facilities—such as cutting, dyeing, and pattern-making—without the burden of massive capital investment. Reduce import duties on speciality fabrics and trims, ensuring fair access for small importers. It is absurd that a country exporting billions in garments cannot provide affordable fabric for its own designers.

Fourth, make heritage a strategy, not a museum caption. Jamdani already has geographical indication status; now, fund design residencies that pair weavers with contemporary designers, guarantee a minimum take for high-skill looms, and protect patterns with enforceable intellectual property (IP) rights so our motifs cannot be free clip art for someone else's runway.

Finally, invest in fashion education and innovation. Reform existing fashion universities and technical institutes by introducing global exchange programmes, residencies, and visiting faculty from established fashion capitals. Provide scholarships for designers to study abroad, with the requirement that they return to mentor others. Encourage research into sustainable fabrics and the revival of heritage textiles.

The outcome of these reforms would be more than just better fashion—it would be better nation branding. When a Bangladeshi label appears at an international platform, it changes how the world perceives "Made in Bangladesh." It signals that we are not just a global factory, but a source of artistry, heritage, and innovation. And when our own citizens begin to wear those same labels with pride, it means something even greater—that we have finally learnt to value our own creativity. The threads of pride, culture, and creativity are already in our hands. All we need now is a government willing to stitch them together.

সমকাল
31 OCT 2025

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
www.epb.gov.bd

দরপত্র বিজ্ঞপ্তি নং-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৬৭.০৫০.২৫.০৮ তারিখঃ ৩০-১০-২০২৫ খ্রিঃ

৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ এর ক্যাফেটেরিয়া ইজারা/বরাদ্দের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রিঃ তারিখ হতে মাসব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য ৩০তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ) ২০২৬ উপলক্ষ্যে (বিসিএফইসি এর ক্যাফেটেরিয়া (রান্নার আধুনিক সকল সুবিধা এবং ৫০০ লোকের **সিটিং ক্যাপাসিটি সম্বলিত সুসজ্জিত** ক্যাফেটেরিয়া) **মেলা চলাকালীন ভাড়ায় (Leasing-out) পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য, প্রতিষ্ঠিত ও রেজিস্টার্ড হোটেল/রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে, উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে দরপত্র (sealed tender) আহবান করা যাচ্ছে:**

১. ক্যাফেটেরিয়া ইজারা কাজের আবেদনপত্র আগামী ০৩-১১-২০২৫ খ্রি. হতে ২৩-১১-২০২৫ খ্রি. তারিখ অফিস চলাকালীন পর্যন্ত রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখা (টিসিবি ভবন, ৫ম তলা, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫) হতে উক্ত সেবা/কাজের বিস্তারিত বিবরণ ও শর্তাবলী সম্বলিত দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল টাঃ ২০০০/-(দুই হাজার) মাত্র মূল্যে (অফেরতযোগ্য) সংগ্রহ করা যাবে এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে;

২. পূরণকৃত আবেদনপত্র আগামী ০৪-১১-২০২৫ খ্রি. হতে ২৩-১১-২০২৫ খ্রি. তারিখ বিকাল ০৩:০০ টার মধ্যে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর প্রশাসন শাখায় রক্ষিত টেন্ডার বক্সে দরপত্র দাখিল করতে হবে। ডাক/কুরিয়ার/ই-মেইল/ফ্যাক্সযোগে দরপত্র দাখিল করা হলে তা অবশ্যই উক্ত সময়ের মধ্যে পৌঁছাতে হবে;

৩. আগামী ২৩-১১-২০২৫ খ্রি. তারিখ বেলা ০৪:০০ টায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা-এর কনফারেন্স রুমে উপস্থিত দরদাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র উন্মুক্ত করা হবে;

৪. আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানকে কমপক্ষে থ্রি স্টার মানের হোটেল/রেস্টুরেন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৫. আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্তোরাঁ আইন, ২০১৪ এর আওতায় হোটেল পরিচালনার জন্য নির্ধারিত নিবন্ধন সনদ থাকতে হবে;

৬. আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানের অত্যাধুনিক কিচেন পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;

৭. বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া কিচেনে কোন প্রকার গ্যাস বার্নার ব্যবহার করা যাবে না;

৮. বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়ার নির্ধারিত ফ্লোর মূল্য/দর টাঃ ৩০,০০,০০০/- (টাঃ ত্রিশ লক্ষ) (ভ্যাট ও ট্যাক্স ব্যতীত) মাত্র। দরপত্রে উক্ত ফ্লোর মূল্য/দর অপেক্ষা অধিক মূল্য/দর উদ্ধৃত করা যাবে। ফ্লোর মূল্য/দরের নিম্নের কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;

৯. আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানের ন্যূনতম সহজলভ্য সম্পদ (যেমন চলতি মূলধন বা ঋণ বরাদ্দ)-এর সীমা হবে টাঃ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) মাত্র;

১০. আগ্রহী দরদাতা প্রতিষ্ঠানের বিগত ০৩ (তিন) বছরে কমপক্ষে টাঃ ৩০,০০,০০০/- (ত্রিশ লক্ষ) মাত্রের গড় বার্ষিক টার্নওভার থাকতে হবে;

১১. দরপত্রের সাথে হালনাগাদ ব্যবসা পরিচালনার ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট সনদপত্র, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের কর সনদপত্র, হালনাগাদ ব্যাংক সচ্ছলতার সনদপত্র-এর সত্যায়িত কপি এবং দরপত্রদাতার সদ্য তোলা সত্যায়িত দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়ায় পরিচালনার সময় এর কোন ক্ষয়ক্ষতি করা হলে তা যথাযথভাবে মেরামত বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে মর্মে টাঃ ৩০০/-(তিনশত) মাত্র মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা দরপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে;

১২. মেলা চলাকালীন বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়ায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে নির্ধারিত খাবার (স্থানীয়) বিক্রয় করা যাবে। কোনভাবেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অধিক হারে, নির্ধারিত খাবারের বাইরে অন্য কোন খাবার বিক্রয় করা যাবে না;

১৩. বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া গ্রহণের পর কোনক্রমেই অন্যের নিকট হস্তান্তর বা Power of Attorney প্রদানপূর্বক পরিচালনা করা যাবে না। পাশাপাশি বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়ার কোন অংশ অন্য কোন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির নিকট ভাড়া/সাবলেট প্রদান কিংবা কোন অংশ বিভাজন করা যাবে না;

১৪. বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়ায় বরাদ্দের জন্য উদ্ধৃত দর/মূল্যসহ উদ্ধৃত দর/মূল্যের সমুদয় অর্থ www.epb.gov.bd/Facebook: www.facebook.com/epb.gov.bd থেকে ডিপোজিট স্লিপের নির্ধারিত ফরম প্রিন্ট করে তা পূরণপূর্বক ব্র্যাক ব্যাংকের যে কোন শাখায় "ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তহবিল"-এর হিসাব নং-1501102485103001-এ জমা করতে হবে। এ ছাড়া, বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়ায় বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত কোন প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত কার্যাদেশ/চুক্তি প্রাপ্তির পূর্বে উদ্ধৃত দর/মূল্যসহ উদ্ধৃত দর/মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর বাবদ অর্থ একই প্রক্রিয়ায় একই তহবিলের হিসাব নম্বরে জমা করতে হবে। এ ছাড়া, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত অন্যান্য কর/শুল্ক বা নতুনভাবে ঘোষিত কোন কর আরোপিত হলে তা পরিশোধ করতে হবে;

১৫. বিবেচ্য ক্যাফেটেরিয়া ভাড়ায় বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত কোন প্রতিষ্ঠান ক্যাফেটেরিয়া পরিচালনায় ব্যর্থ হলে অথবা পরিচালনা করতে অপারগতা প্রকাশ করলে অথবা পরিচালনা না করলে অথবা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি/কার্যাদেশ/চুক্তির কোন শর্ত ভঙ্গ করলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ/চুক্তি মূল্যের দেড় গুণ পর্যন্ত অর্থ জরিমানা আরোপ, কার্যাদেশ/চুক্তি বাতিল, ভাড়া, ভ্যাট, আয়কর প্রভৃতি বাবদ মেলা তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত, ভবিষ্যতে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কোন কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষণা, কালো তালিকাভুক্তসহ অন্যান্য শাস্তিমূলক ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৬. ডিআইটিএফ ২০২৬ এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হলে বর্ধিত দিনের জন্য সকল প্রকার আয়কর ও ভ্যাটসহ আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে হবে;

১৭. যে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহ ইতোপূর্বে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও ডিআইটিএফ-এর কোন কাজ/সেবা প্রদান/গ্রহণের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে অথবা কালো তালিকাভুক্ত হয়েছে সে প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহের দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;

১৮. দরদাতার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, অন্যান্য শর্তাবলী দরপত্র সিডিউল/দরপত্র দলিল মোতাবেক হবে;